ধনিয়া চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসলের জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি ধনিয়া-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ ডিম্বাকার হলদেটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকেই পাতা ব্যবহার করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.৮ - ৮.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : পাতাঃ ৫.০০-৭.৫০; বীজঃ ১.৭০-২.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ - ১০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)। এপ্রিল-জুন মাসের তীব্র গরম বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর।

ফসল তোলার সময় :

পাতাঃ ৩০-৩৫ দিনে; বীজঃ ১১০-১২০দিনে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি ধনিয়া-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ মাঝারি আকারের। ১০০০ বীজের গড় ওজন ১১.৫৩ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ প্রতি পাতার সংখ্যা ১৮-২১ টি। গাছে গড় আম্বেল ৬৩ টি। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকেই পাতা ব্যাবহার করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬.৮ - ৮.০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : পাতাঃ ৫.০০-৭.৫০; বীজঃ ১.৭০-২.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৮০ - ১০০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক (অক্টোবর)। এপ্রিল-জুন মাসের তীব্র গরম বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর।

ফসল তোলার সময় :

পাতাঃ ৩০-৩৫ দিনে। বীজঃ ১১০-১২০দিনে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : সুগন্ধা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড কোম্পানি কতৃক আমদানিকৃত।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দেরীতে ফুল আসে, সুগন্ধ অনেক সময় পর্যন্ত থাকে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : পাতাঃ ৫.০০-৭.৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০ গ্রাম - ৫১ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

এপ্রিল-জুন মাসের তীব্র গরম বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর।

ফসল তোলার সময় :

পাতাঃ ৩০-৩৫ দিনে; বীজঃ ১১০-১২০দিনে।

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড লিফলেট।

জাতের নাম : এলবি-৬০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড কোম্পানি কতৃক আমদানিকৃত।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের, দেরীতে ফুল আসে, সুগন্ধযুক্ত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : পাতা ৫.০০-৭.৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০ গ্রাম - ৫২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

এপ্রিল-জুন মাসের তীব্র গরম বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর।

ফসল তোলার সময় :

পাতাঃ ৩০-৩৫ দিনে; বীজঃ ১১০-১২০দিনে।

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড লিফলেট।

জাতের নাম : এলবি-৬৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লাল তীর সীড লিমিটেড কোম্পানি কতৃক আমদানিকৃত।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দেরীতে ফুল আসে, সুগন্ধযুক্ত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : পাতাঃ ৫.০০-৭.৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০ গ্রাম - ৫২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

এপ্রিল-জুন মাসের তীব্র গরম বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর।

ফসল তোলার সময় :

পাতাঃ ৩০-৩৫ দিনে; বীজঃ ১১০-১২০দিনে।

তথ্যের উৎস :

লাল তীর সীড লিমিটেড লিফলেট।

ফসলের পুষ্টি মান

ধনিয়া পাতা ভিটামিন ‘এ’ এবং ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। ধনিয়া মসলা হলেও এতে অনেক ভিটামিন রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : সারি বা বেড পদ্ধতিতে বীজ বোনার জন্য বিঘা প্রতি ১.৩-১.৬ কেজি বীজ প্রয়োজন। ছিটিয়ে বোনার জন্য দ্বিগুন বীজের প্রয়োজন। ধনিয়া মিশ্র ফসল হিসেবে সারি পদ্ধতিতে বপনের জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন।

বীজতলা পরিচর্চা : ধনিয়া মিশ্র ফসল হিসেবে সারি পদ্ধতিতে বপনের জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

বর্ণনা : মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

চাষপদ্ধতি :

সারি বা বেড পদ্ধতিতে বীজ বোনার জন্য হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি বা বিঘা প্রতি ১.০-১.৩ কেজি বীজ প্রয়োজন। ছিটিয়ে বোনার জন্য দ্বিগুন বীজের প্রয়োজন। ধনিয়া মিশ্র ফসল হিসেবে সারি পদ্ধতিতে বপনের জন্য ৫৩০-৬৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

উঁচু, পানি জমেনা এমন বেলে দোআঁশ থেকে এটেল দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

ফসলের সার সুপারিশ (শতক প্রতি)	ফসলের সার সুপারিশ (হেক্টর প্রতি)

পচা গোবর/কম্পোস্ট ২০ কেজি ইউরিয়া ০.৬১-০.৭৩ কেজি টিএসপি ০.৪৪-০.৫৩ কেজি এমওপি/পটাশ ০.৩৬-০.৪৪ কেজি। সমুদয় কম্পোস্ট ও টিএসপি এবং অর্ধেক পটাশ জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট পটাশ দুই কিস্তিতে বীজ বপনের ২৫ এবং ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	জমি তৈরীর সময় পচা গোবর/কম্পোস্ট ৫ টন ডিএপি/টিএসপি ১১০-১৩০কেজি ও এমওপি ৪৫-৫৫ কেজি প্রয়োগ করুন। বীজ বপনের ২৫ দিন পর ইউরিয়া ৭৫-৯০ কেজি ও এমওপি ২২.৫০-২৭.৫০ কেজি প্রয়োগ করুন। বীজ বপনের ৪০ দিন পর আবার ইউরিয়া ৭৫-৯০ কেজি ও এমওপি ২২.৫০-২৭.৫০ কেজি প্রয়োগ করুন। প্রতি কেজি ডিএপি সার ব্যবহারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কমিয়ে দিন। মাটির উর্বরতা বা মাটি পরীক্ষা করে সার দিলে সারের মাত্রা সে অনুপাতে কম বেশি করুন।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

পাতা সংগ্রহের জন্য ধনিয়ার চাষ করলে ৩/৪ দিন পর পর হালকাভাব পানি সেচ দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

ধনিয়ার জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিবার সেচের পর 'জো'আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙ্গে দিন। গ্রীষ্মকালে বীজ ফেলার পর বেডের উপর হালকা করে খড় বিছিয়ে দিন, এতে সেচ বা বৃষ্টির পানির ছিটিয়ে পাতায় মাটি লাগতে পারে না।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি বা ঝাঁঝরি দিয়ে ঝরনা সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : বথুয়া ও কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সারা বছর। রবি।

প্রতিকারের উপায় :

গভীর চাষ। বাছাই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকড় নিড়ানি দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। ক্ষেতে ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। নিড়ানি দেয়ার সময় গাছের শিকড়ের কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : জ্যৈষ্ঠ

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি জনিত জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরির প্রস্তুতি রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : বিভিন্ন মিডিয়ায় আবহাওয়া বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : জলাবদ্ধতা অসহনীয় বিধায় নালা তৈরির ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

পোকার নাম : বিছাপোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা এক ধরণের। পাতার গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া দলবদ্ধ ভাবে পাতা খেতে থাকে। কীড়ার মাথা কালো, ডোরাকাটা গায়ে অসংখ্য শুঁয়া থাকে।

ক্ষতির ধরণ : পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মত করে ফেলে। এরা সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড অথবা সিমবুশ ২০ মিলিলিটার / ৪মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমির আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

কীড়াসহ গাছ থেকে পাতা ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলতে হবে। ছড়িযে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : ১.০-১.৫মিমি লম্বা ও ডিম্বাকার। রং সবুজ বা গাঢ় নীল। দেহ নরম। দেহ্রে পেছনে দুই পাশে সরু নালিকা আছে। দল বেঁধে ডগা ও নতুন পাতায় থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায়। পিঁপড়ার উপস্থিতি জাব পোকার উপস্থিতিকে জানান দেয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা ইমিটাফ অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরির্দশণ করুন। আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। পাতা খবার উপযোগী হলে তুলে ফেলুন। প্রথম অবস্থায় হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলুন। আক্রান্ত গাছ অপসারণ করুন। পরভোজী প্রাণি যেমন : লেডিবার্ডবিটিল, মাকড়শার লালন করুন।

অন্যান্য :

প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা,হলুদ রঙের ফাঁদ ব্যবহার করা, তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

রোগের নাম : ধনিয়া পাতার দাগ রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতায় হলুদ রংয়ের দাগ পড়ে এবং তা পরে সাদা হয়ে যায়। দাগগুলো একত্র হলে সম্পূর্ণ পাতাটি নষ্ট হয়। রোগের জীবানু বাতাস দ্বারা ছড়ায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় বালাইনাসক (এইমকোজিম/নোইন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। আগাম বীজ বপন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ
সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলেরবালাইব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুররহমান, দ্বিতীয়সংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : পাতা ফসলের জন্য চারা গজানোর ১০-১৫ দিন পর প্রতি সারিতে ৫ সেমি. পর পর একটি চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলুন। পাতার জন্য ধনিয়া চাষের বেলায় ৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করুন। এরপর একই জমিতে ২০% কম সার প্রয়োগ করে আবার এ ফসলের চাষ করা যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

চারা তুলে তা শিকড় ও নষ্ট পাতা বাছাই করে তাজা পাতা আঁটি বাঁধুন।

সংরক্ষণ : আঁটি ঠান্ডা জাগায় রাখুন। প্রয়োজনে হালকা পানির ঝাপটা দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদনের জন্য তুষারপাত ও কুয়াশাহীন শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া প্রয়োজন। ফুল ও ফল ধরার সময় মেঘলা আবহাওয়া থাকলে রোগ পোকার আক্রমণ বাড়ে। বীজ ফসলের বেলায় চারা গজানোর ১০-১৫ দিন পর প্রতি ২ ইঞ্চি পর পর একটি চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলুন। খেয়াল রাখুন বীজের জন্য নির্বাচিত গাছ যেন রোগবালাইমুক্ত থাকে। ১১০-১২০ দিন পর বীজ পুরাপরিভাবে পাকবে এবং গাছ মোটামুটি সবুজ থাকবে তখনই ফসল কাটার সময় হয়। বীজ যাতে ঝরে পড়ে না যায় তার জন্য সকালে কুয়াশার পানি থাকতেই হাত দিয়ে টেনে বা কাঁচি দিয়ে ফসল কাটুন। এরপর গাছগুলো ছোট ছোট আঁটি বেধে ২/৩ দিন ছায়ায় রেখে দিন। এরপর মাড়াই করার জন্য ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩ দিন রোদে শুকানোর পর ফসল মাড়াই করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে পলি ব্যাগে/কাঁচের বয়ামে/ধাতবপাত্রে পুরাপুরি ভরে মুখ বায়ুরোধী করে আঁটকে রাখুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে। বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বীজ উৎপাদন কারী চাষী,বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও কোম্পানীর বীজ ডিলার এর দোকান। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি এ আর আই) এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : ধনিয়া

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধাজনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : খুরপি/ নিড়ানি /কাঁচি

ফসল : ধনিয়া

যন্ত্রের ধরন : বীজ প্রস্তুতকরণ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আগাছা বাছাই। ফসল তোলা ও পরিচর্যা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভেন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

পাতা তুলে আঁটি করে বাজারেস্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকরি/ ধামায়। বীজ বস্তায় ভরে বাজারজাত করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং করে বিভিন্ন পলি প্যাকেট বিপণন। প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বিপণনের জন্য বরফের কুচি পাতার মাঝে মাঝে দেওয়া হয়।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।